সংবাদ

017

তারিখ ... 30/3/84 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 6 ...

বই পড়তে ভাল লাগে না

দৈনিক সংবাদ-এর ২২শে মার্চের দ্বিতীয় সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে নিবন্ধটির ভাষা খুবই হাল্কা। যে ক্ষেত্রে গরম বাতাসের হল্কা দেয়া প্রয়োজন ছিল সে ক্ষেত্রে এই হাল্কা প্রলেপ আমার কাছে একটু নরমই মনে হয়েছে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই মর্মান্তিক ও কলংকজনক বিষয়টি যখন বেরিয়েই পড়েছে তখন তাকে কশাঘাত করাই উচিত বৈকি।

'বই পড়তে ভাল লাগে না।' এই অপ্রিয় ও নির্লজ্জ স্বীকারোক্তিটি দেখে সহসা মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, যারা এ স্বীকারোক্তি করেছেন তাঁরা পৃথিবীর তাবৎ-জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করে ফেলেছেন, আর তাঁদের এই মন্থনের ফলে বেরিয়ে এসেছে হলাহল। বই পড়তে ভাল লাগে না! এর চেয়ে তীব্রতম হলাহল বিষ আর কি থাকতে পারে পৃথিবীতে? আমার জানা নেই। হায় রে জ্ঞান-তাপস! হায় দৌরাত্ম্য!

আসলে এ নিবন্ধ পড়ে আমি ঘাবড়ে গেছি। এক অজানা আতংকে ছেয়ে গেছে মন। যেহেতু শিক্ষকরাই সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জিম্মাদার সেহেতু সেই শিক্ষক সমাজেরই অর্ধাংশ যখন বীর বিক্রমে এহেন হুংকার ছাড়েন তখন ভয় না পেয়ে উপায় কি? আতংকিত চিত্তে ভাবছি, না জানি কখন আমার নিজের মুখ দিয়েই বেরিয়ে আসবে কথাটা। আরব্যোপন্যাসের আলাদীনের দৈত্যের মতো আমিও ঘোঁৎ করে উঠব--বই পড়তে ভাল লাগে না। 'বই পড়ে লাভ নেই' এটাও একটি মূল্যবান কথা বটে। আমি স্বয়ং একজন মাধ্যমিক শিক্ষককে একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী পড়েছেন কিনা? জবাবে তিনি ইংরাজীতে আমাকে বলেছিলেন, নো নিড। বলা বাহুল্য আমি বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিলাম। দেশ বিদেশের মানুষ বিশেষ করে শিক্ষক সমাজ যখন অদম্য জ্ঞানস্পৃহায় হরদম পড়েই যাচ্ছেন তখন আমরা উটপাখীর মতো বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছি।

[illegible] মনের মতো বই পাঠাগারে নেই' এটা নিছক অজুহাত মাত্র। অবশ্য 'মনের মত' কথাটি খুবই আপেক্ষিক। কোন্ জিনিসটা বিশেষ করে কোন্ বইটা কার মনের মতো হবে সেটা অনেক সময় বলা মুশকিল। তবে মোটামুটি একটা ধারণা নিশ্চয়ই করা যায়। আমি একটি পাবলিক লাইব্রেরীর প্রায় সাড়ে তিন হাজার বই আগলে বসে থাকি। লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে গেছে প্রধান সড়ক। অজস্র মানুষ আসছে-যাচ্ছে। কেউ ভুলেও যেন লাইব্রেরীতে ঢুকতে চায় না। ১৯৪৯ সালে স্থাপিত এ লাইব্রেরীতে বহু অমূল্য বইয়ের দুষ্প্রাপ্য সংকলন রয়েছে। আমি অনেকের হাতে-পায়ে ধরতেও কসুর করিনি। জবাবে যা পেয়েছি নাই বা বললাম। তবে একেবারেই যে কেউ আসেন না তা নয়। কিন্তু শিক্ষিতদের বই পড়ার অনীহা এই পাঠকদেরকেও দাগী আসামীর মতো করে রেখেছে। যাক্‌গে, মনের মতো বই যারা পান না তাঁদের কাছে করজোড়ে নিবেদন--তাঁরা কি ধরনের বই চান, একটিবার আমাকে হুকুম করুন। বইটি যদি সাহারা বা উত্তর মেরুতে থাকে তবু আমি সংগ্রহ করে তাঁদের ঘরে পৌঁছে দেব। তবু দয়া করে তাঁরা যেন পড়া বন্ধ না করেন।

দেশের শিক্ষানীতি যেমনি হোক, এর দেউলিয়াত্ব নিয়েও অবশ্য সমালোচনা করা যায়। কিন্তু বই পড়ে নিজের আত্মার সাথে যোগাযোগ চিন্তা ও জ্ঞানের খোরাক বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি এক স্বর্গীয় আনন্দলাভ--এটা আইন করে বা ডাণ্ডা নিয়ে কাউকে বুঝানো যাবে না। বুঝাতে পারবেন আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ। পত্রিকা মারফত তাঁদের প্রতি আমার সানুনয় নিবেদন, নিজে পড়ুন, অপরকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন। নতুবা আমাদের বিভ্রান্ত মূল্যবোধ অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

মোহাম্মদ আবদুল বাসিত,
লাইব্রেরিয়ান,
পঞ্চখণ্ড গোলাবিয়া পাবলিক
লাইব্রেরী,
বিয়ানীবাজার, সিলেট।